ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
প্লট-২৩-২৬, রোড-৪৬, গুলশান-২, ঢাকা।
www.dncc.gov.bd

বর্তমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে সরকারি ব্যয়ে কৃচ্ছতা সাধন এবং জ্বালানীর সাশ্রয়ী ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : জনাব মীর খায়রুল আলম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
তারিখ : ৩০ শ্রাবণ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ ।। ১৪ আগস্ট ২০২৪ খ্রি:
সময় : সকাল ১১.০০ ঘটিকায়
স্থান : সম্মেলন কক্ষ, ৮ম তলা, নগর ভবন, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২।

সভায় উপস্থিতির তালিকা পরিশিষ্ট - ক

১.০ প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করা হয়। ছাত্র-জনতার বিপ্লবের মাধ্যমে গঠিত অর্ন্তবর্তীকালিন সরকারের সাথে দেশের আপামর জনসাধারণের আশা-আকাঙ্খা এবং প্রত্যাশা পূরণে কাজ করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়। অতঃপর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সভার বিষয়বস্তু উপস্থাপন করার জন্য মহাব্যবস্থাপক (পরিবহন) কে অনুরোধ করেন। মহাব্যবস্থাপক (পরিবহন) বলেন, গত কয়েক বছরের ন্যায় সরকারি ব্যয়ে কৃচ্ছ সাধনের লক্ষ্যে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে সকল মন্ত্রণালয়/অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে এবং আওতাধীন অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/দপ্তর/স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা, পাবলিক সেক্টর কর্পোরেশন, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কোম্পানীসমূহের পরিচালনা ও উন্নয়ন বাজেটে কতিপয় খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়ে সরকার কিছু নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এই ধারাবাহিকতায় পেট্রোল অয়েল ও লুব্রিক্যান্ট এবং গ্যাস ও জ্বালানী খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের সর্বোচ্চ ৮০% ব্যয় করা যাবে। এ পর্যায়ে মহাব্যবস্থাপক (পরিবহন) ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের দাপ্তরিক ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনাসহ অন্যান্য কাজে ব্যবহৃত গাড়ির পরিসংখ্যান উপস্থাপন করেন, যা নিম্নরুপ:

ক্রমিক নং	গাড়ির ধরণ	চলমান গাড়ির সংখ্যা	মন্তব্য
১.	অফিসিয়াল গাড়ি	১৩৯টি	৩২টি গাড়ি সাম্প্রতিক পরিস্থিতির কারণে ব্যাপক ভাংচুর/ক্ষতিসাধন করা হয়। বর্তমানে এইগুলো মেরামতাধীন অবস্থায় আছে।
২.	বর্জ্যবাহী গাড়ি	১৩৮টি	
	সর্বমোট	২৭৭টি	

২.০ উল্লেখযোগ্য যে, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে দুর্বৃত্তদের নাশকতার কারণে ৩৩টি বিভিন্ন ধরণের দাপ্তরিক ও বর্জ্য পরিবহনসহ অন্যান্য গাড়ি আগুনে পুড়ে সম্পূর্ণরুপে ভস্মীভূত হয়। এই গাড়িগুলো মেরামত অযোগ্য। সভায় মহাব্যবস্থাপক (পরিবহন) উল্লেখ করেন যে, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন বিভাগ যেমন, পরিবহন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, যান্ত্রিক সার্কেল, বিদ্যুৎ সার্কেল ও স্বাস্থ্য বিভাগের মাধ্যমে জ্বালানী তেল/সিএনজি ইস্যু করা হয়ে থাকে। গত ২৪.০১.২০২১ খ্রি. তারিখে মাননীয় মেয়র মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে সকল প্রকার যানবাহনের জ্বালানী ১০% হ্রাস করা হয়। উক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জ্বালানী বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে। এছাড়াও, জ্বালানী তেল সাশ্রয়ে সরকারের নীতিগত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে অত্র দপ্তর হতে একটি অফিস আদেশ জারী করা হয়। উক্ত আদেশে শুক্রবার জ্বালানী তেল বরাদ্দ বন্ধ, বর্জ্যবাহী গাড়ির ট্রিপ সংখ্যা কমানো এবং জ্বালানী ইস্যুকরণে ভেহিক্যাল ট্রেকিং সিস্টেম যথাযথ অনুসরণের কথা বলা হয়।
২০২৪-২৫ অর্থ বছরে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে জ্বালানী খাতে বরাদ্দকৃত বাজেটের পরিমাণ ৬০ কোটি টাকা। এর ৮০% হিসেবে (৬০×৮০%)=৪৮ কোটি টাকা পর্যন্ত ব্যয় করা যাবে।
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন বিভাগ হতে জ্বালানী ইস্যু করা হয়। নির্ধারিত বাজেটের মধ্যে খরচ সীমাবদ্ধ রাখার জন্য প্রত্যেক বিভাগ হতে ইস্যুকৃত জ্বালানীর একটি সামগ্রিক হিসাব রাখা প্রয়োজন। মহাব্যবস্থাপক (পরিবহন) কে এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

৩.০ জনাব ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ ফিদা হাসান, প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা সভাকে জানান, বেশ কয়েকটি বর্জ্যবাহী পুড়ে যাওয়ায় বর্জ্য নিষ্কাশনে সমস্যা হচ্ছে। তথাপিও, সিডিউল ট্রিপের অতিরিক্ত ট্রিপ দেওয়া হচ্ছে। কাজেই কাজের সংখ্যা কমলেও এক্ষেত্রে ট্রিপের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে জ্বালানী সাশ্রয়ের কোনো সুযোগ নাই। তিনি জানান যে, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে মহানগরীর বিভিন্ন থানা এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান পুড়ে যায়। এসকল থানার অতিরিক্ত বর্জ্য অপসারণে সিডিউলের অতিরিক্ত জ্বালানী ব্যয় হচ্ছে। ব্রি: জে: মোঃ মঈন উদ্দিন, প্রধান প্রকৌশলী জানান যে, সরকারি ব্যয়ে কৃচ্ছতা সাধনের জন্য গাড়ি ব্যবহারকারী দপ্তরসমূহের সাথে পর্যায়ক্রমে সভা আহবানের মাধ্যমে জ্বালানী ব্যবহারে কৃচ্ছতা সাধনে কৌশলী ভূমিকা অবলম্বন করা যেতে পারে। তিনি আরও উল্লেখ করেন, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের গাড়িসমূহ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটি কেন্দ্রীয় মোটর গ্যারেজ নির্মাণ করা প্রয়োজন।

জনাব ফজলে রাব্বি, সহকারী প্রকৌশলী, যান্ত্রিক সার্কেল ও নির্বাহী প্রকৌশলী (সিএন্ডটি) বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ডিএনসিসি সভাকে জানান যে, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্যবাহী অনেকগুলো গাড়ি পুড়ে যাওয়ায় বর্তমানে হেভী ইকুইপমেন্ট তথা পে-লোডার, ডাম্পার এর সাহায্যে বর্জ্য অপসারণ করতে হচ্ছে। এ বর্জ্য অপসারণে হেভী ইকুইপমেন্ট ব্যবহার করায় পূর্বের তুলনায় জ্বালানী খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে।

জনাব বরকত হায়াত, প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা সভাকে জানান, বর্তমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে অর্থ মন্ত্রণালয়ের জারীকৃত পরিপত্র অনুযায়ী সরকারি ব্যয়ে কৃচ্ছ্রতা সাধনের জন্য সংশোধিত বাজেটের মাধ্যমে সরকারি নির্দেশনা বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

৪.০ সভায় মহাব্যবস্থাপক (পরিবহন) জানান যে, বর্তমানে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে ড্রাইভার এর চরম সংকট চলছে। উল্লেখযোগ্য যে, সরকারি প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী ড্রাইভার নিয়োগ না হওয়ায় বিকল্প হিসেবে আউটসোর্সিং বা দৈনিক মজুরী হিসেবে কর্মচারী নিযুক্ত করা হয়। প্রসঙ্গত ৪৫ জন দক্ষ অস্থায়ী শ্রমিক/কর্মচারী নিয়োগের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। এবিষয়ে অগ্রগতি সম্পর্কে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা জানান যে, প্রার্থী বাছাই এর মাধ্যমে লোকবল নিয়োগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। দ্রুততম সময়ের মধ্যে নিয়োগ প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করার জন্য প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নির্দেশনা প্রদান করেন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৫.০ সিদ্ধান্তসমূহ:

(ক) জ্বালানী সাশ্রয়ের জন্য ইতোমধ্যে জারীকৃত বিভিন্ন আদেশ এবং নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে। এ লক্ষ্যে একটি প্রস্তাবনা প্রস্তুত করে উপস্থাপন করতে হবে।

(খ) নির্ধারিত বাজেটের মধ্যে খরচ সীমাবদ্ধ রাখার জন্য প্রত্যেক বিভাগ হতে ইস্যুকৃত জ্বালানীর একটি সামগ্রিক হিসাব রাখা প্রয়োজন। ডিএনসিসি'র যে সব শাখা জ্বালানী ইস্যু করেন তাদের মাসিক জ্বালানী খরচের হিসাব মাসের প্রথম সপ্তাহে কেন্দ্রীয় পরিবহন বিভাগকে লিখিতভাবে অবহিত করতে হবে।

(গ) অস্থায়ী ড্রাইভার নিয়োগের প্রক্রিয়া দ্রুততম সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।

(ঘ) ডিএনসিসি'র জন্য একটি কেন্দ্রীয় মোটর গ্যারেজ নির্মাণের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রস্তাব প্রকৌশল বিভাগ প্রস্তুত করে পরবর্তি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

আর কোন আলোচনা না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি কর্তৃক সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

২৫/০৮/২০২৪

(মীর খায়রুল আলম)
(অতিরিক্ত সচিব)
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন

স্মারক নং: ৪৬.১০.০০০০.১৬.২৩৫.১৯-৩৭১ তারিখ: ২৫/০৮/২০২৪

অনুলিপি: (পদ মর্যাদার ক্রমানুসারে নয়)।

১। বিভাগীয় প্রধান (সকল) ....., ডিএনসিসি।
২। আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল), অঞ্চল-....., ডিএনসিসি।
৩। মেয়র-এর একান্ত সচিব (মেয়র মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য), ডিএনসিসি।
৪। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, যান্ত্রিক সার্কেল/বিদ্যুৎ সার্কেল, ডিএনসিসি।
৫। প্রকল্প পরিচালক (সকল).....
৬। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার স্টাফ অফিসার (প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য), ডিএনসিসি।
৭। নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)....., ডিএনসিসি।
৮। সিস্টেম এনালিস্ট (আদেশটি ডিএনসিসি'র ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ), ডিএনসিসি।
৯। ব্যবস্থাপক (পরিবহন), ডিএনসিসি।।
১০। জ্বালানী ইস্যুকারী সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জনাব....., ডিএনসিসি।
১১। সচিবের ব্যক্তিগত সহকারী (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য), ডিএনসিসি।
১২। অফিস কপি।